বাদল পিক্‌চার্সের অষ্টম নিবেদন

শুভদিনের আলো

বাদল পিকচার্সের নিবেদন

নতুন দিনের আলো

প্রযোজনা : রাখালচন্দ্র সাহা। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—অজিত গাঙ্গুলী।

সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ। গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা।

শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত, অনিল দাসগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী, ইন্দু অধিকারী। সম্পাদনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশক : বিজয় বসু, সুবোধ দাস। প্রধান উপদেষ্টা : ভানু দত্ত। কর্মসচিব : শম্ভুনাথ মুখার্জী। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর। সাজসজ্জা : নিউ স্টুডিও সাপ্লাই। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনশব্দযোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেন্স। রসায়নাগারিক : ধীরেন দাসগুপ্ত। পরিচয় লিখনে : দিগেন স্টুডিও। প্রচার পরিচালনায় : ধীরেন মল্লিক।

কণ্ঠ সঙ্গীতে :—মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

: সহকারীগণ :

পরিচালনায় : সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, বরেন চ্যাটার্জী, তরুণ মৈত্র। চিত্রশিল্পে : শান্তি গুহ। শব্দযন্ত্রে : বাবাজী শামল, পাঁচু মণ্ডল, প্রভাত বর্মণ। সম্পাদনায় : অনিল দাস। শিল্প নির্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল। ব্যবস্থাপনায় : বেণু দাসগুপ্ত ও অনিল দে। রূপসজ্জায় : বিজয় নন্দন। সাজসজ্জায় : বিশু চক্রবর্তী। পটশিল্পে : মিঃ সিও। রসায়নাগারিক : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, কালী বোস, বাদল দাস, শম্ভু দাস, সুনীল ব্যানার্জী। সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা : বলরাম বারুই। আলোক নিয়ন্ত্রণে : হরেণ গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, কেষ্ট মণ্ডল, অবনী নস্কর, দিলীপ ব্যানার্জী, অভিমন্যু দাস, সুদর্শন দাস, যাদু পাত্র। দৃশ্যপট নির্মাণে : সতীশ মুখার্জী, সুধীর অধিকারী, আসরফি সিং, রামধনি, মারুদাস, শান্তি দাস, পরি যতীন ও কান্তি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ডাঃ দিলীপ রায়চৌধুরী, বি এস সি, এম, বি বি, এস, ডি, সি এইচ (ক্যাল), এম, ডি, (ক্যাল) এফ, আর, এস, এম, (লণ্ডন)। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিঃ (তারাতলা রোড)। শিবধন মুখার্জী : পৌর প্রধান, নর্থ ব্যারাকপুর পৌরসভা। অনিল সাহা। এ্যাটালাণ্টা ক্লাব : অনুপ সরকার ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোটি। গলফ ক্লাব রোড।

ক্যালকাটা মুভিটোন ও টেক্‌নিসিয়ান্স স্টুডিওতে আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবোরেটরীজে পরিস্ফুটিত

বিশ্ব-পরিবেশনা :—জি, আর পিকচার্স : কলিকাতা-১৩

কাহিনী

মল্লিকপুরের স্বর্গত ডাঃ বিজয় চাটুজ্জের তিন ছেলে। বড় ছেলে ধনঞ্জয়, বিবাহিত, স্ত্রীর নাম রমা। ধনঞ্জয়ের একটি মাত্র ছেলে—বয়স বারো তেরো। সাধারন কেরাণী। মেজ ছেলে মৃত্যুঞ্জয় বিবাহিত, স্ত্রীর নাম হেনা। মৃত্যুঞ্জয় উকিল—তার সত্যি ভাল রোজগার। মৃত্যুঞ্জয়ের একটি মাত্র মেয়ে পলি—এবার বি এ পরীক্ষা দেবে। ছোট ছেলে সঞ্জয় অবিবাহিত। বি এ পাশ। চাকরীর বহু চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু বৃথা। সঞ্জয় বেকার। দাদাদের সংসারেই আছে। এই হ'ল বিজয় ডাক্তারের মধ্যবিত্ত সংসারের ইতিবৃত্তি।

আর নমিতা। ঐ একই পাড়ার বাসিন্দা—পুরোহিত রামলোচন ভট্টাচার্যের একমাত্র মেয়ে। নমিতা বি এ পাশ করে একটা স্কুলে মাষ্টারীর চাকরী করে। এতেই ওদের সংসার চলে। বেকার যুবক সঞ্জয়ের প্রতি তার অনুরাগ। কিন্তু এতে বাধা প্রচুর—কারণ সঞ্জয় যে বেকার। কিন্তু নমিতার মনে প্রাণে বিশ্বাস একদিন সঞ্জয়ের বেকারত্ব দূর হবে—এবং সেদিন ওদের জীবন হবে সার্থক।

৺বিজয় চাটুজ্জের সংসারটি এখনও যৌথ। দুই ভাই-এর রোজগারে ওদের সংসার কোন রকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যেদিন ওদের মৃত পিসতুত ভাইএর অনাথা মেয়ে মিনুর চিঠি এল।

সঞ্জয় চিঠি পেয়ে ছুটে গেল অনাথা মিনুকে নিয়ে আসতে। মিনুকে নিয়ে এল। সংসারে দেখা দিল প্রচণ্ডতম অশান্তি। উপায়ী উকিল মেজ ভাই বড়দার সঙ্গে পৃথক হয়ে গেল। বড় বৌদি কিন্তু সঞ্জয়ের এই সৎসাহসকে সাদরে গ্রহণ করলেন। বড় ভাই ধনঞ্জয় শুধু নীরব দর্শক হয়েই রইলেন।

বড় ভাইয়ের বোঝা শুধু আজ সঞ্জয় একা নয়—তার সঙ্গে আনা মিন্টুও। সঞ্জয় এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাকে একটা কিছু করতেই হবে। না হলে তাদের সংসারের চাকা একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।

কিছু একটা তাকে করতেই হবে। করার প্রয়োজন। আসে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত। সকল বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সঞ্জয় সুরু করে বাঁচার সংগ্রাম। যে সংগ্রাম অমানিশার অন্ধকার দূর করে বহন করে আনে প্রভাতের নব উষার উদয়ের সঙ্গে বাঁচার বিচিত্র আনন্দ।

সঞ্জয়ের জীবনে এনে দেয় প্রতিষ্ঠা, প্রেরণা, নতুন উৎসাহ। যে প্রেরণা, যে প্রতিষ্ঠা করবে উৎসাহিত করবে অনুপ্রাণিত। এই হ'ল নতুন দিনের আলোর ইঙ্গিত।

গান

(১)

ছেঁড়া ছেঁড়া ফুলে ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মালা
এই নিয়ে আছি—
ছোট ছোট ব্যথা—কাঁটারই সে জ্বালা
এই নিয়ে বাঁচি কত সুখে আছি

কাঁদে সুর বুকে
ভাষা নেই মুখে
আমি যেন বোবা মৌমাছি

লোকে বলে ভালো চাঁদেরই সে আলো
রাহু হয়ে থাকি কাছাকাছি

(২)

আলবাত চলবে—
আরে তেল নেই জল নেই চাকা নেই
তবু ভাই চলেছে—চলছে চলবেই

যা কৈলাসে জমে আছে বরফের স্তূপ হয়ে
সে তো গঙ্গার স্রোত হয়ে গলবেই

আসল পাটা যদি নাই থাকে বন্ধু
কাঠের পায়েই তবু হাঁটবো

আজ যদি ফুটি আমি ধানি পটকাতে ভাই,
বাজ হ'য়ে কাল আমি ফাটবো—

এই ছোট ছোট আশা আর ছোট ছোট স্বপ্ন
সোনালী ধানের মত ফলবেই।

ছোট্ট এ মিনু কাফে আমারই স্বপ্ন ভাই
মন প্রাণ জুড়ে যেন আছে সে
ছোট্ট হলেও তবু গ্র্যাণ্ড, আর ফিরপো
চিরদিন আমারই কাছে সে—

Apply ক'রে ক'রে বড় বাবু দেখে দেখে
মিটে গেছে চাকরীর সাধটা
এই খাসা মিনু কাফে আশা আর ভরসা
ধরেছে যে আকাশের চাঁদটা,

মিনু কাফের এই জীর্ণ সাইন বোর্ড
কাল—নিওনের আলো হ'য়ে জ্বলবেই।

(৩)

বাঃ বাঃ বাঃ বারে বা—
রঙ বেরঙের জেল্লা
মার দিয়া হায় কেল্লা

ছেঁড়া জামায় দেখে কে আমায়
পরেছি বাদশাহী আলখাল্লা

সাজাহানের পয়সা ছিল
তাজমহল তাই গড়া হ'ল
ওরে গৌরব কি তাতে,
আর আমি যখন শুরু করি
ছিল না ফুটো পয়সাও হাতে

কষ্ট করেছি—কেষ্ট পেয়েছি
এই তো চেয়েছি আমি কষ্ট করেছি
ভাগ্য লুটিতে শক্ত মুঠিতে
পাঞ্জা লড়েছি।

ছোট ছোট কাজ দিয়ে এই সিঁড়ি গড়েছি
ভাগ্যের মিনারে তাই আমি চড়েছি

আজ চোখ দুটো চশমার
পুরু কাঁচে ঘেরা—

দেখি আঁধার ভেঙ্গে ঐ
পাখীদের আলোয় ফেরা

———

ঃ চরিত্র চিত্রণে ঃ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার. সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ, হাস্য ব্যানার্জী ও বিকাশ রায় (অতিথি) বিদ্যা রাও, ও বিনতা রায়, প্রমোদ গাঙ্গুলী, তরুণ রায়, দেবরাজ রায়, কল্যাণ রায়, **পদ্মা দেবী**, দীপান্বিতা রায়, অজিত চট্টোঃ, শমিতা বিশ্বাস, বাণী গাঙ্গুলী, গীতা কর্মকার, অমরনাথ মুখার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, মাঃ গণেশ, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, সৌরেন ঘোষ, কল্যাণ চ্যাটার্জী, অশোক মুখার্জী, নির্মল ঘোষ, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, শক্তি মুখার্জি, ফকির, বঙ্কিম, বাদল, ধীমান, সরোজ, হারাধন, পিলু, সৈকত, মিহির, অজিত, মলয়, রবীন্দ্র, তারক, ভানু, পিঙ্কু, মিন্টু, তরুণ দিলীপ আচার্য্য (এ্যাঃ), অমর, দিলীপ, বরুণ, কৃষ্ণ, ৺সুখময় সেন, তপন, শিখা চ্যাটার্জি, সঞ্চিতা সাহা, গোরা, নিমাই, তাতু, ননী, তুলসী, হরি, কান্তি, সঞ্জয়, কানাই, আনন্দ, অজিত ও আরও অনেকে।

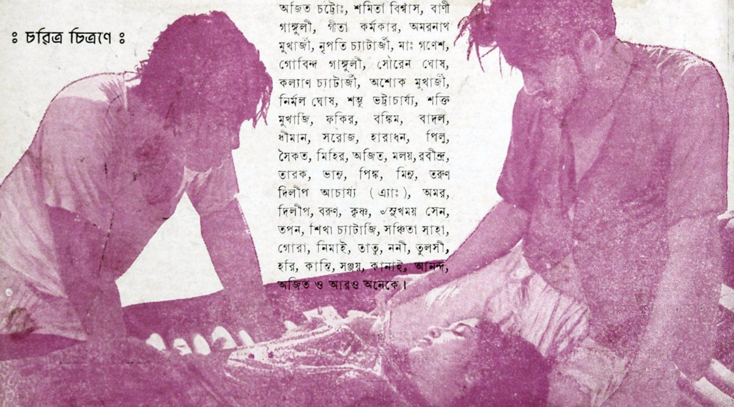

Printed at :—Printers Congress Private Ltd. 3, British Indian Street, Cal-1.